পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা

প্রবীর রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা বিবেচনা কালে প্রথমেই আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার বিগত এক দশকের অধিককাল যে উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যের দিক কী কী, আর কোন্ ক্ষেত্রে রয়েছে দুর্বলতা বা ব্যর্থতা। এই পর্যালোচনা না করলে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সঠিক রূপরেখা আমরা তৈরী করতে পারব না।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাশীল হওয়ার পর গ্রন্থাগার উন্নয়নের যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে তার সাফল্যের দিকগুলি হল :—ক) ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন এবং ঐ আইনের নির্দেশ অনুযায়ী লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট, রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ এবং জেলা স্তরে লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি গঠন; (খ) পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহর এলাকায় বিরাট সংখ্যক সরকার পোষিত (স্পনসর্ড) গ্রন্থাগার স্থাপন ; (গ) রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ক্রমান্বয়ে বরাদ্দ বৃদ্ধি ; (ঘ) বই, পত্র-পত্রিকা, আসবাব-পত্র ক্রয়, বাঁধাই ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য অনুদান বৃদ্ধি ; (ঙ) কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার উন্নতি ; চ) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান প্রদান : (ছ) রাজ্য ও জেলা স্তরে গ্রন্থমেলার আয়োজন, বাংলা নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা ও অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ ইত্যাদি। এসবের ফলে গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সদস্য ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাধারণ ভাবে গ্রন্থাগার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যেসব ত্রুটি ও দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল : (১) সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভীষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ আপামর জনসাধারণের জন্য নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লক্ষ্যে আমরা আজও পৌঁছাতে পারিনি, যদিও ১৬ বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোরদের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিঃশুল্ক করা হয়েছে এবং সদ্যসাক্ষরদের জন্য নিঃশুল্ক করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে ; (২) ১৯৭৭ সালের পর যেসব নতুন স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে সরকারী গাইড লাইন মানা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দূরত্বের সীমা-রেখা, চাহিদার গুরুত্ব এবং গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার দিকে নজর দেওয়া হয়নি ; (৩) যেসব ক্লাব-কাম-লাইব্রেরি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার হয়েছে তাদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে নানারকম প্রশাসনিক জটিলতা ও ম্যানেজমেন্ট রুলস লঙ্ঘনের প্রবণতা

লক্ষ্য করা যাচ্ছে ; (৪) যেসব গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে সুসংবদ্ধতার (Integration) অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কোন যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের প্রয়াস লক্ষিত হয়না, প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছে ; (৫) গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেও বিভিন্ন আইনানুগ সংস্থা, যথা, স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিল ও লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির কাজে কিছু অসুবিধা ও শৈথিল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রন্থাগার আইনের আওতায় তৈরী পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট রুলস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কিছু কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে ; (৬) গ্রন্থাগার পরিষেবা আজও শিক্ষিত মানুষের সামান্য একাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এবং সামাজিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে নানাবিধ তথ্য পরিবেশনের কাজ এবং সদ্য সাক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থাগার পরিষেবার আয়োজন করে তাদের গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার কর্মসূচী আজও সংগঠিত করা সম্ভব হয়নি ; (৭) গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, স্থানীয় শিক্ষিত মানুষের আজও অল্প অংশ গ্রন্থাগারে আসেন। বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও গ্রন্থাগার পরিষেবার বাইরে ; তাদের আকৃষ্ট করার বিশেষ কোন কর্মসূচী নেই ; (৮) গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের অনুদান উল্লেখ-যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও, বই ও পত্র-পত্রিকার ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় ভার বৃদ্ধির ফলে ঐ অনুদান বর্তমানে যথেষ্ট অপ্রতুল, এর ফলে প্রয়োজনীয় বই, পত্র-পত্রিকা ও আসবাবপত্র ক্রয় ও বই বাঁধাই-এর কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ; (৯) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারের কাজের বৈশিষ্ট্য ও কাজের পরিমাণ বিবেচনা করে কোন কর্মী কাঠামো গড়ে না উঠায় প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাবে কর্মচঞ্চল সক্রিয় গ্রন্থাগারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ; (১০) রাজ্য স্তরে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং জেলা স্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা নির্ধারিত ও পালিত হচ্ছে না ; (১১) রাজ্যস্তরে ডাইরেক্টরেট এবং জেলা স্তরে ডি. এল. ও.-র দপ্তরে প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাবে প্রশাসনিক স্তরে নানা অসুবিধা ও জটিলতা দেখা দিচ্ছে এবং গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সম্ভব হচ্ছে না ; (১২) বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা স্বীকার করে তাদের সাহায্য দান প্রথা শুরু হলেও ঐ কর্ম-সূচীর মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকছে না। ঐ গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার কর্মসূচীর ব্যবস্থার কি সম্পর্ক থাকবে তা আজও নির্ধারিত হয়নি ; (১৩) সর্বোপরি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং জনশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক না থাকায় এবং এই সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে গ্রন্থাগারের যথাযথ ভূমিকা পালন সম্পর্কে

সংশয় দেখা দিয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষের মাঝে বিজ্ঞান মনস্কতা ও সুস্থ সংস্কৃতিবোধ গড়ে তোলার কাজে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে এখনো যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।

বিরাট সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে উপরের এই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হল এই উদ্দেশ্যে যাতে আগামী দিনে সঠিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে আমরা এই সব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারি। এই কর্মশালার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে উপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলি বিশদভাবে আলোচিত হবে। এই নিবন্ধে শুধু আগামী দিনে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের রূপরেখা কি হবে তা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের রূপরেখা

(১) **সম্প্রসারণের মূল লক্ষ্য**—যে গ্রন্থাগারগুলি সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আওতায় এসেছে সেগুলির উন্নতি ও সংহতিকরণের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ঐ গ্রন্থাগারগুলির ভবন নির্মাণ, সংস্কার, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ বৃদ্ধি, কাজের পরিধি ও পরিমাণ অনুযায়ী কর্মী সরবরাহ, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সংযোগ ও সুসংবদ্ধতা আনা, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা বর্গীকরণ ও সূচীকরণে সাহায্য করা প্রভৃতি কর্মসূচীকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) **প্রয়োজনভিত্তিক নতুন গ্রন্থাগার**—ব্যাপক হারে নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন নয়, চাহিদা ভিত্তিক গ্রন্থাগার স্থাপনের কর্মসূচী নিতে হবে। প্রথমে জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মানচিত্র তৈরী করতে হবে। পাঁচ হাজারের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রাম এবং শহরের সেইসব জনবহুল অঞ্চল যা এখনো গ্রন্থাগার পরিষেবার আওতায় আসেনি সেইসব অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপনের চাহিদাভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। শহর অঞ্চলে ১ কিলোমিটার এবং গ্রামাঞ্চলে ২ কিলোমিটার চৌহদ্দির মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন সমর্থনযোগ্য নয়।

(৩) **নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের আবশ্যিক শর্ত**—নতুন কোন গ্রন্থাগার স্থাপিত হলে সেই গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, গ্রন্থাগার ভবনের নক্সা, বইয়ের শেলফ ও অন্যান্য আসবাবপত্র একটি নির্ধারিত মান অনুযায়ী করতে হবে। এই মান নির্ধারণের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। সরকার বা এল. এল. এ-র উদ্যোগে স্থাপিত নতুন গ্রন্থাগারের স্থাবর-অস্থাবর সমগ্র সম্পত্তির দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাবে।

(৪) **বে-সরকারী গ্রন্থাগারকে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার শর্ত**—বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ক্লাব-কাম লাইব্রেরীকে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করলে নানা ধরণের জটিলতা দেখা যায়, তাই কোন বে-সরকারী গ্রন্থাগারকে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করতে হলে যেসব বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল: (ক) গ্রন্থাগারটি একটি পৃথক সংস্থা কিনা; (খ) গ্রন্থাগারের নামে নিজস্ব ভবন/জমি আছে কিনা; (গ) গ্রন্থাগারটিতে ন্যূনতম ১০০০ গ্রন্থ ও ২০০ সদস্য আছে কিনা; (ঘ) গ্রন্থাগারের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি (ঋণ ব্যতিরেকে) সরকারের উপর ন্যস্ত করতে এবং সরকারী আইন ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সরকারের উপর দিতে পরিচালকমণ্ডলী রাজী আছে কিনা।

(৫) **সরকার নিয়ন্ত্রিত ও পোষিত গ্রন্থাগারগুলির স্তরভেদ অনুযায়ী নামকরণ এবং প্রতিটি স্তরের গ্রন্থাগারের কার্যধারা নির্ধারণ**—বর্তমানে সরকার নিয়ন্ত্রিত ও পোষিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নামকরণ সহ গ্রন্থাগার আছে যথা, স্টেট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, নর্থ বেঙ্গল স্টেট লাইব্রেরী (প্রকৃতপক্ষে কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগার), জেলা গ্রন্থাগার ও অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার (উভয়ের একই ধরণের আর্থিক বরাদ্দ ও কর্মী কাঠামো), বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থাগার (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী), মহকুমা গ্রন্থাগার ও শহর গ্রন্থাগার (আর্থিক বরাদ্দ ও কর্মী কাঠামো একই ধরণের), গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত রুরাল লাইব্রেরী এবং এরিয়া লাইব্রেরী এবং শহরে অবস্থিত প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী (আর্থিক বরাদ্দ ও কর্মী কাঠামো একই ধরণের)। এই গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ স্তরভেদ, স্তরভেদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যথাযথ নামকরণ ও কার্যধারা নির্ধারণ করা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধতা আনয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

(৬) **কাজের পরিধি ও পরিমাণ অনুযায়ী কর্মী কাঠামো**—সরকারী নিয়ন্ত্রিত ও পোষিত বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলিতে একটি ন্যূনতম কর্মী কাঠামো চালু আছে, কিন্তু এই কর্মী কাঠামো কাজের পরিধি ও পরিমাণ অনুযায়ী তৈরী হয় নি। পুস্তকের সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা, দৈনিক গ্রন্থ লেন-দেন, দৈনিক পাঠকক্ষ ব্যবহারের সংখ্যা, বিভিন্ন ধরণের পরিষেবামূলক কাজ ইত্যাদি ভিত্তি করে একটি বিজ্ঞানসম্মত কর্মী-কাঠামো তৈরী করে তা চালু করা উচিত।

(৭) **বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি**—বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথা চালু আছে। এই অনুদানের ভাগগুলি হল—গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা ক্রয়, বাঁধাই ও সংরক্ষণ, আসবাব পত্র ক্রয়, কন্টিনজেন্সী ব্যয় এবং গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় (রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগারের জন্য)। মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুদান কাঠামো অপ্রতুল। একদিকে যেমন এই

অনুদানের হার বৃদ্ধি করতে হবে, অপরদিকে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে দান সংগ্রহের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই বিষয়ে তামিলনাড়ুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ যোগ্য।

(৮) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা—রাজ্যস্তরে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জেলাস্তরে জেলা গ্রন্থাগার যাতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারের কার্যধারা ঢেলে সাজানো দরকার। রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যে সব কাজের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন তা হল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকার সংরক্ষণ, গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন, গবেষণা কাজে সাহায্য, সদ্য সাক্ষরদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আন্ত-গ্রন্থাগার সহযোগিতার কার্যসূচী চালু, অন্ধ ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ, রাজ্যে প্রকাশিত যাবতীয় মুদ্রিত এবং শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীর সংগ্রহশালা হিসেবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে গড়ে তোলা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য দেওয়া এবং যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে নেতৃত্বে দিতে হবে। উপরোক্ত কার্যক্রম রূপায়িত করতে হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে প্রয়োজনীয় কর্মী কাঠামোর ও আনুষ্ঠাঙ্গিক ব্যয়ভারের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

(৯) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাঠামো—গ্রন্থাগার আইন চালু হওয়ার ১২ বছর পরেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। ডাইরেক্টরেট ও ডি. এল. ও. দপ্তরে প্রয়োজনীয় কর্মী ও আধিকারিকের অভাবের ফলে উন্নয়নের কর্মধারা ব্যাহত হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রে যাতে ন্যূনতম কর্মী কাঠামো গড়ে ওঠে সেদিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নজর দিতে হবে। সমাজ শিক্ষা বিভাগের কর্মীদের এই কাজে যুক্ত করা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

(১০) বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী—রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত ও পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষে এখনো রাজ্যের সব এলাকায় গ্রন্থাগার পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আর্থিক সঙ্কটের ফলে সব এলাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছে না। কিছু কিছু এলাকায় বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলি যথেষ্ট সক্রিয় ও কর্মতৎপর। এই সব গ্রন্থাগার সম্পর্কে সরকারের একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন। এইসব এলাকায় এখনই সরকার নিয়ন্ত্রিত বা পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনা করে ঐ এলাকার সক্রিয় ও কর্মতৎপর বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে নিয়মিত বার্ষিক অনুদান দেওয়া যেতে পারে। এই শর্তগুলি হল: (ক) ৬ বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোর সদস্যদের কাছ থেকে কোন চাঁদা বা ডিপোজিট নেওয়া চলবে না; (খ) সপ্তাহে ছয়দিন গ্রন্থাগার খোলা রাখতে হবে, প্রতিদিন ন্যূনতম তিন ঘন্টা করে। সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে অনুদানের পরিমাণে কয়েকটি স্তর করা যেতে পারে। এই অনুদান পেতে হলে বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনীয় নথি-পত্রসহ ডাইরেক্টরেট অব্ লাইব্রেরি সার্ভিসের অধীনে নাম তালিকাভূক্ত করতে হবে।